গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-৬
(ভবন-০৬, ১০ম তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)
(website: www.moca.gov.bd)

'International Festival of Harmony' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক উৎসব উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে গঠিত লিয়াঁজো ও নিরাপত্তা উপকমিটির প্রথম সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতি	:	আশীষ কুমার সরকার মহাপরিচালক গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শাহ্‌বাগ, ঢাকা
তারিখ ও সময়	:	১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭, সকাল : ১১.০০ টা
স্থান	:	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সভা কক্ষ

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখানো হলো।

০২। সভাপতি সভার শুরুতেই উপস্থিত সকলকে আন্তরিক স্বাগত জানান। অত:পর পারস্পরিক পরিচিতির মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। আলোচনার শুরুতেই তিনি আগামী ২ ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে ২০ জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠেয় 'International Festival of Harmony' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজনের সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন।

০৩। তিনি বলেন, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (SAARC) এর সাস্কৃতিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৬ সালে বাংলাদেশের মহাস্থানগড়কে SAARC Cultural Capital City হিসেবে নির্বাচন করে বাংলাদেশে বছরব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কতিপয় প্রতিকূল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে SAARC এর কার্যক্রম পরিচালনায় জটিলতা দেখা দেয়ায় উক্ত অনুষ্ঠান আয়োজন অসম্ভব হয়ে পড়ে। মন্ত্রণালয় আরও বড় পরিসরে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে 'International Festival of Harmony' আয়োজনের উদ্যোগ নেয়। অন্যদিকে এ অনুষ্ঠান আয়োজন বিষয়ে বেশ কিছু অগ্রগতি সাধিত হওয়ায় দেশের মানুষের প্রত্যাশার সাথে সংগতি রেখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ৫০টি দেশকে আমন্ত্রণ জানায়। এর মধ্যে ৪০টি দেশ অংশগ্রহণ করবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। আগামী ০২ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মহাস্থানগড়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন এবং ২০ জানুয়ারি ২০১৮ এ সম্প্রীতি সম্মেলনের কার্যক্রম সমাপ্ত হবে। বগুড়ার মহাস্থানগড় ছাড়াও ১৬টি জেলায় এ সময়ের মধ্যে পর্যায়ক্রমে দেশী-বিদেশী সাংস্কৃতিক দলসমূহের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সভাপতির বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আলতাফ হোসেন বলেন, বিবেচ্য সম্প্রীতি সম্মেলন আয়োজন বিষয়টি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের দায়িত্বও বিশাল। সম্মেলনের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্নকরণের জন্য বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ উপ-কমিটি যেহেতু লিয়াঁজো এবং নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, এ উপ-কমিটির কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট নির্ধারণ করে জরুরি ভিত্তিতে তা বাজেট উপ-কমিটির কাছে দাখিল করা প্রয়োজন।

এ পর্যায়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সভাপতি বলেন, এ উপ-কমিটির কার্যপরিধির ৩নং ক্রমিকে অতিথিদের আবাসন ও আপ্যায়নের পরিধি নির্ধারণ ও ব্যবস্থাকরণের কথা বলা হয়েছে যা এ উপ-কমিটির নামের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ বিষয়ে আলোচনান্তে সভা একমত প্রকাশ করে যে, আপ্যায়ন ও আবাসন বাবদ অর্থ এ উপ-কমিটির বাজেট-প্রস্তাবে ধরে রাখা যেতে পারে। যদি অন্য উপ-কমিটি সে দায়িত্ব পালন করে তবে এ অর্থ পরবর্তীতে বাদ দিয়ে দিলেই হবে।

এ পর্যায়ে সদস্যগণ অনুষ্ঠান আয়োজনের করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় অংশ নেন। সচিব, শিল্পকলা একাডেমি জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, অনুষ্ঠান আয়োজন বিষয়ে জেলা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুষ্ঠানের উপযুক্ত ভেন্যু নির্ধারণ, অতিথিদের আবাসন ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা, তাদের অভ্যর্থনা জানানো, নিরাপত্তা বিধান এবং অনুষ্ঠানের জন্য প্যান্ডেল নির্মাণসহ লাইট এন্ড সাউন্ড, বিকল্প বিদ্যুৎ ইত্যাদির ব্যবস্থা প্রশাসনেরই করতে হবে।

তাছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে শিল্পী নির্বাচন ও তাদের পারিশ্রামিক প্রদানের বিষয়টিও তাদেরকেই নির্ধারণ করতে হবে। এ বিষয়ে তিনি জেলা প্রশাসক/তাঁদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে জেলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন বিষয়ে পরিকল্পনা ও আর্থিক সংশ্লেষ জানা যেতে পারে মর্মে প্রস্তাব করেন।

০৪। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া আলোচনায় অংশ নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসম্পাদন ও আর্থিক সংশ্লেষের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য দরকার মর্মে মত প্রকাশ করেন:

ক. বিদেশী সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধিদের সদস্য সংখ্যা কত হবে ;
খ. তাঁদের থাকা, খাওয়া এবং যাতায়াত ব্যয় কে বহন করবে ;
গ. কত সময়ব্যাপী অনুষ্ঠান পরিচালিত হবে ;
ঘ. দেশী-বিদেশী অতিথিদের উপহার প্রদান করা হবে কিনা ;
ঙ. সম্মানী/আমন্ত্রণপত্র কে ছাপাবে ইত্যাদি ।

তিনি জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণে ১৬ ডিসেম্বর উদ্‌যাপনের বিষয়টি স্মরণে রাখার অনুরোধ করেন। তাছাড়া ভেন্যুতে নিরাপত্তা বিষয়ে সিসি ক্যামেরা, আর্চওয়ে বসানোর প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন এবং এ বিষয়ে জেলা পর্যায়ে আয়োজিত সমন্বয় সভায় মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এ বিষয়ে শিল্পকলা একাডেমীর সচিব জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন প্রত্যুত্তরে বলেন, প্রতিটি জেলায় দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। প্রতিটি দেশের সাংস্কৃতিক দলে ১০-১৫ জন সদস্য থাকবে এবং এক একটি জেলায় দু'টি করে দেশের দল অংশগ্রহণ করবে। সে হিসেবে প্রতিটি জেলায় বিদেশী দলের ২০-৩০জন সদস্য ২(দুই) দিন অবস্থান করবে। অনুষ্ঠান ক্ষেত্র বিশেষে দুই থেকে তিন ঘন্টা পরিচালিত হতে পারে। অনুষ্ঠান উপযুক্ত অডিটোরিয়ামেও হতে পারে, আবার উন্মুক্ত স্থানেও হতে পারে। আমন্ত্রণপত্র ছাপানো ও বিতরণের কাজ জেলা প্রশাসন করবে। বিদেশী প্রতিনিধিদের কোন সম্মানী কিংবা ক্রেস্ট বা উপহার প্রদান করা হবে কি-না সে বিষয়ে নির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারে। বিদেশী অতিথিদের আপ্যায়নের ক্ষেত্রে সেসব দেশের খাদ্যাভ্যাস বিবেচনায় রাখা সমীচীন হবে।

এ পর্যায়ে মৌলভীবাজার জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক প্যান্ডেল, লাইট ও সাউন্ড ইত্যাদি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানীকে দেয়ার প্রস্তাব করেন। তাছাড়া মৌলভীবাজারে অনুষ্ঠেয় ভারত-বাংলাদেশ উৎসবকে বিবেচনায় রাখার অনুরোধ করেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, খুলনা বিদেশীদের সাথে ঢাকা থেকে যেসব শিল্পী অংশগ্রহণ করবেন বা কর্মকর্তারা যাবেন তাদের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখার অনুরোধ করেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব(প্রশাসন) বিদেশী অতিথিদের জেলা পর্যায়ে অবস্থানকালে সাইট-ভিজিট এর আয়োজন করা যায় কিনা তা বিবেচনার প্রস্তাব করেন। এছাড়া বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কালচারাল অফিসারগণও তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন।

উপ-কমিটির সদস্য-সচিব জনাব অসীম কুমার দে, উপসচিব এ কমিটি যেহেতু লিয়াঁজো ও নিরাপত্তা বিষয়ে কাজ করবে সেহেতু কমিটিতে পুলিশের মহাপরিদর্শকের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধিকে কো-অপ্ট করার প্রস্তাব করেন।

এ পর্যায়ে জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া উপস্থিত অন্যান্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং শিল্পকলা একাডেমীর কালচারাল অফিসারগণদের সাথে পরামর্শক্রমে প্রতিটি জেলার জন্য গড়ে আনুমানিক ৪০,০০,০০০/-(চল্লিশ লক্ষ) টাকা রাখার একটি বাজেট প্রস্তাব করেন। বাজেটের সম্ভাব্য বিভাজন নিম্নরূপভাবে হবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন :

(ক) ১৬টি জেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন এবং দেশী-বিদেশী অতিথিদের থাকা-খাওয়াসহ অন্যান্য লজিস্টিক্স সংক্রান্ত :

১। দেশী-বিদেশী অতিথিদের আবাসন ও আপ্যায়ন ব্যয়	-	৫,০০,০০০/- টাকা
২। মঞ্চ/লাইটিং/ব্যাকড্রপ/সাউন্ড সিস্টেম	-	১০,০০,০০০/- টাকা
৩। সম্মানী বাবদ (স্থানীয় ও ঢাকার শিল্পী)	-	৫,০০,০০০/- টাকা
৪। আমন্ত্রণ পত্র মুদ্রণ, প্রচার ও যোগাযোগ	-	২,০০,০০০/- টাকা
৫। নিরাপত্তা (মেটাল ডিটেক্টর, আর্চওয়েসহ)	-	৭,০০,০০০/- টাকা
৬। বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	-	২,০০,০০০/- টাকা
৭। বিদেশী অতিথিদের সাইট- ভিজিট	-	১,০০,০০০/- টাকা
৮। অন্যান্য ব্যয়	-	৩,০০,০০০/- টাকা
৯। ভ্যাট ও আনুষঙ্গিক	-	৫,০০,০০০/- টাকা
মোট (গড়ে প্রতিটি জেলার জন্য)		=৪০,০০,০০০/- টাকা

০৫। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতভাবে নিম্নরুপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

১. 'International Festival of Harmony' আয়োজনের বিষয়ে জেলা প্রশাসনের করণীয় বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে একটি নির্দেশনা জারির সুপারিশ করা হয় ।

২. জেলা-ভিত্তিক অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকগণের সাথে আলোচনা করে নির্ধারণ করা যেতে পারে ।

৩. জেলা পর্যায়ে আয়োজিত সমন্বয় সভায় মন্ত্রণালয়ের/উপকমিটির প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

৪. লিয়াঁজো ও নিরাপত্তা উপকমিটিতে পুলিশের মহাপরিদর্শকের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধিকে কো-অপ্ট করা হলো।

৫. লিয়াঁজো ও নিরাপত্তা উপকমিটির জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য বাজেট নিম্নরূপে নির্ধারণ করা হয় এবং সে অনুযায়ী বাজেট-বরাদ্দের সংস্থান রাখার জন্য বাজেট উপকমিটিকে অনুরোধ করা হয়:

(ক) ১৬টি জেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন এবং দেশী-বিদেশী অতিথিদের থাকা-খাওয়াসহ অন্যান্য লজিস্টিক্স সংক্রান্ত:

১। দেশী-বিদেশী অতিথিদের আবাসন ও আপ্যায়ন ব্যয়	-	৫ লক্ষ টাকা
২। মঞ্চ/লাইটিং/ব্যাকড্রপ/সাউন্ড সিস্টেম	-	১০ লক্ষ টাকা
৩। সম্মানী বাবদ (স্থানীয় ও ঢাকার শিল্পী)	-	৫ লক্ষ টাকা
৪। আমন্ত্রণ পত্র মুদ্রণ, প্রচার ও যোগাযোগ	-	২ লক্ষ টাকা
৫। নিরাপত্তা (মেটাল ডিটেক্টর, আর্চওয়েসহ)	-	৭ লক্ষ টাকা
৬। বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	-	২ লক্ষ টাকা
৭। বিদেশী অতিথিদের সাইট- ভিজিট	-	১ লক্ষ টাকা
৮। অন্যান্য ব্যয়	-	৩ লক্ষ টাকা
৯। ভ্যাট ও আনুষঙ্গিক	-	৫ লক্ষ টাকা

মোট (গড়ে প্রতিটি জেলার জন্য) =৪০ লক্ষ টাকা

১৬ জেলার মোট আনুমানিক ব্যয়= ৪০*১৬= ৬৪০ লক্ষ (ছয় কোটি চল্লিশ লক্ষ) টাকা

(খ) বিদেশ থেতে আগত মাননীয় মন্ত্রীবর্গ এবং সফরসঙ্গীগণের যাতায়াত, প্রটেকশন

১। মাননীয় মন্ত্রীদের জন্য ভিভিআইপি কার - ১*৮০০০*৫দিন	= ৪০,০০০/-
২। সার্ভিস কার - ১*৫০০০*৫দিন	= ২৫,০০০/-
৩। পুলিশ প্রটেকশন – ১*৫০০০*৫দিন	= ২৫,০০০/-
মোট	= ৯০,০০০/-

৪০ জন মন্ত্রী ও সফরসঙ্গীর জন্য যাতায়াত ব্যয় = ৯০,০০০*৪০ = ৩৬,০০,০০০/-

(গ) বিদেশ থেকে আগত মাননীয় মন্ত্রীবর্গ এবং সহযাত্রীগণের আবাসন ও আপ্যায়ন

১। মাননীয় মন্ত্রীবর্গের আবাসন ২০০০০*৪০জন*৫দিন	= ৪০,০০,০০০/-
২। সফরসঙ্গীগণের আবাসন ১৫০০০*৮০*৫দিন	= ৬০,০০,০০০/-
৩। আপ্যায়ন ১০,০০০*৩জন*৫দিন*৪০টিম	= ৬০,০০,০০০/-
মোট	= ১,৬০,০০,০০০/-

(ঘ) সাংস্কৃতিক দলের ঢাকায় অবস্থান ও যাতায়াত

১। আবাসন ১৫জন*৫০০০/-*২দিন	= ১,৫০,০০০/-
২। আপ্যায়ন ১৫জন*৫০০০/-*২দিন	= ১,৫০,০০০/-
৩। যাতায়াত প্রতিটি টিমের জন্য	= ১,০০,০০০/-
মোট	= ৪,০০,০০০/-

৪০ টি দলের জন্য ৪,০০,০০০/-*৪০ = ১,৬০,০০,০০০/-

(ঙ) সংস্থাপন ব্যয়

১। এয়ারপোর্ট ভেন্যু ও হোটেল ও ভেন্যু
(ফুলের তোড়া, ব্যানার, বোর্ড, ল্যাপটপ ইত্যাদি)

ল্যাপটপ ৫ টি -	৩,০০,০০০/-
বুথ তৈরি -	১০,০০০/-
ইন্টারনেট -	১০,০০০/-
ফুল -	৩০,০০০/-
বুথের আনুষঙ্গিক খরচ, সম্মানী -	২,০০,০০০/-
লিঁয়াজো অফিসার মন্ত্রীদের জন্য -	৪,০০,০০০/-
লিঁয়াজো অফিসার সাংস্কৃতিক দলের জন্য -	৪,০০,০০০/-

মোট = ১৩,৫০,০০০/-

(চ) পুলিশ প্রটেকশনের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়- ১০,০০০*৪০ = ৪,০০,০০০/-
(ছ) অন্যান্য ব্যয় (কমিটির সভা আহবান, সম্মানী,আপ্যায়ন ইত্যাদি) = ৫,০০,০০০/-
(জ) সাইড লাইন মিটিং, সাক্ষাত, কনফারেন্স রুম ভাড়া = ১০,০০,০০০/-
(ঝ) সভা আয়োজন, আপ্যায়ন, সম্মানী ব্যয় = ২,০০,০০০/-
(ঞ) ভ্যাট ও আয়কর (জেলায় আয়োজিত অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ব্যয় ব্যতীত) = ১৯,৫০,০০০/-

মোট আনুমানিক ব্যয় = ১০,৫০,০০,০০০/- (দশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) মাত্র।

পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
০৩-১০-২০১৭
আশীষ কুমার সরকার
মহাপরিচালক
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

স্মারক : ৪৩.০০.০০০০.১১৪.১৮.৫০.১২- ৪৯৬

তারিখ : ০৪ অক্টোবর ২০১৭

বিতরণ : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১। মহাপরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শাহ্‌বাগ, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহ্‌বাগ, ঢাকা।
৫। সচিব, বাংলা একাডেমি, রমনা, ঢাকা।
৬। সচিব, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭। যুগ্মসচিব (প্রশাসন),সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। জনাব আব্দুল্যাহ হারুন পাশা, পরিচালক (যুগ্মসচিব), গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শাহ্‌বাগ, ঢাকা।
১০। জেলা প্রশাসক, বগুড়া/ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/গোপালগঞ্জ/কক্সবাজার/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/সিলেট/মৌলভীবাজার/রাজশাহী/ময়মনসিংহ/কুষ্টিয়া/খুলনা/রংপুর/দিনাজপুর/বরিশাল/পটুয়াখালী।
১১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। জনাব মাহাবুবুর রহমান, উপসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। জনাব জাহেদুল হাসান, উপসচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। জনাব আহমেদ শিবলী, সিনিয়র সহকারী প্রধান, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সচিব এর একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬। কাজী মোহাম্মদ মাইনুদ্দিন, সহকারী সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
১৭। সহকারী প্রোগ্রামার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার জন্য)।
১৮। জেলা কালচারাল ফিসার,বগুড়া/ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/গোপালগঞ্জ/কক্সবাজার/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/সিলেট/মৌলভীবাজার/রাজশাহী/ময়মনসিংহ/কুষ্টিয়া/খুলনা/রংপুর/দিনাজপুর/বরিশাল/পটুয়াখালী।
১৯। অফিস কপি/মাস্টার ফাইলে সংরক্ষণ কপি।

৪/১০/১৭

অসীম কুমার দে
উপসচিব
ও
সদস্য-সচিব
লিয়াঁজো ও নিরাপত্তা উপকমিটি
'International Festival of Harmony'
ফোন : ৯৫৭০৬৬৮